যুগান্তর

তারিখ 04 APR 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

নতুন এমপিও এবারও নয়

মুশতাক আহমদ

এমপিওর জন্য ঘুমিয়ে থাকা শিক্ষকদের জন্য এবারও সুখবর নেই। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও এবারও দেয়া হচ্ছে না। অর্থ সংকট এবং নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অর্থপ্রবাহের নিশ্চয়তার অভাবেই এ পরিস্থিতি। এমন আভাস দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৮ হাজার, অর্থাভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, নতুন অর্থবছরের বাজেট ও তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নতুন এমপিও খাতে অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস মেলেনি, চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থে এমপিও দেয়ার পর এদের (সম্ভাব্য এমপিওভুক্তদের) বেতনভাতা চালু রাখার প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়ার নিশ্চয়তাও পাওয়া যায়নি। আসন্ন অর্থবছরে এ খাতে মাত্র ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের আশ্বাস মিলেছে। যে কারণে নতুন অর্থবছরেও যে প্রথম দিকে এমপিও মিলবে— এমন নিশ্চয়তা নেই।

শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক জানান, তারা নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। কিন্তু অর্থ না পেলে এটা করা যাচ্ছে না। অর্থ মন্ত্রণালয়ে এ খাতে অর্থ চাওয়া হয়েছে। এমপিভুক্তি কেবল অর্থ

নয় : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

নয় : নতুন এমপিও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাপ্তির ওপরই নির্ভর করছে। আরও বলেন, একবার কোনো প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হলে তাকে আজীবন এমপিও দিতে হয়। এসব বিবেচনায় বলা যায়, নতুন এমপিও দেয়ার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত নেই।

সারা দেশে এমপিও প্রত্যাশী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় ৮ হাজার। চলতি অর্থবছরে এই খাতে প্রথমে মোট ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। সংশোধিত বাজেটে অন্য খাতে কেটে নেয়ার পর বর্তমানে এ খাতে বরাদ্দ মাত্র ৩৩ কোটি টাকা। এই হল্প অর্থে যেমন সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়, বরং কিছু প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হলে সেক্ষেত্রে অসন্তোষ অনেক গুণ বেড়ে যায়। সূত্র জানায়, এ কারণে সরকারি নীতিনির্ধারণী মহলও অল্প বরাদ্দে হল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তারপরও যদি এবার এমপিও দিতে হয়, তাহলে আগামী মাসের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেননা সরকারের অর্থবছরের হিসাব জুলাই-জুন হলেও এমপিওর অর্থবছর ধরা হয় জুন-মে। সে হিসাবে আগামী মাসের মধ্যেই নয়া এমপিও সংক্রান্ত কার্যক্রম শেষ করতে হবে।

বিগত তিনটি সরকার— চারদলীয় জোট, তত্ত্বাবধায়ক এবং বিগত মহাজোট সরকারের আমলে মাত্র দু'বার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। নতুন প্রতিষ্ঠানকে এমপিও প্রদানের কার্যক্রমটি মূলত মন্ত্রণালয়ের 'রুটিনওয়ার্ক' (নিয়মিত কার্যক্রম)। কিন্তু বরাদ্দের তুলনায় চাহিদা বেশি থাকায় এটি অনেকটা 'সোনার হরিণ' এবং 'আনুষ্ঠানিক' কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণে দেখা গেছে, বিগত মহাজোট সরকার সর্বশেষ ২০১০ সালে একবার ঘটা করে ১ হাজার ৬১২ প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়ার ঘোষণা দেয়। পরে রহস্যজনকভাবে ১৩টি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয় এমপিওর তালিকায়। এর আগে ২০০৪ সাল থেকে চারদলীয় জোট সরকার এক প্রকার ঘোষণা দিয়ে এমপিও দেয়া বন্ধ রাখে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, কোনো প্রতিষ্ঠান একবার এমপিওভুক্ত করা হলে আর কখনোই সরকারি বরাদ্দের বাইরে রাখা যায় না। মন্ত্রণালয়ে যে পরিমাণ অর্থ রয়েছে, তা দিয়ে চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট মাসগুলোতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া যাবে। কিন্তু আগামী অর্থবছরেও এদের বেতন-ভাতা চালিয়ে নিতে হবে। আর এজন্যই এ খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি লাগবে। এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না।

এমপিওহীন প্রতিষ্ঠান : সর্বশেষ এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন চাওয়া হয়েছিল। ২০১০ সালের ৪ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন জমা পড়েছিল ৭ হাজার ৫৩৩টি। ওইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তখন প্রায় ৪ হাজারকে বৈধ হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১ হাজার ৬২৫টি এমপিও পেয়েছে। বৈধ হিসেবে বাকি থাকে প্রায় আড়াই হাজার। আবার সারা দেশে এমপিওহীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪ হাজার ৬৯৩টি রয়েছে, যা কোনো স্তরেই এমপিওভুক্ত নয়। এছাড়া বিগত সাড়ে ৩ বছরে সারা দেশে আরও সহস্রাধিক স্কুল গড়ে উঠেছে বলে জানা গেছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী স্কুল মাপিং, দূরত্ব কিংবা ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা ইত্যাদি বিচারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার কথা। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই সরকারি বিধিবিধান মেনে প্রতিষ্ঠিত নয়। এর বাইরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিন্তু নিম্নস্তরে এমপিওভুক্ত— এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪ হাজার ৪৩৮টি। বর্তমানে সারা দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৭ হাজার ৩০৭টি।

প্রয়োজন : ২০১১ সালে এমপিও দেয়ার আগে সরকার 'কত টাকা লাগবে'— এমন একটি খসড়া হিসাব কষেছিল। সেই হিসাবে দেশের ১১ ধরনের প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বছরে কত টাকা লাগবে— তা নির্ণয় করা হয়। ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির সর্বশেষ জনবল কাঠামো অনুযায়ী ওই হিসাবে দেখা যায়, একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (জনবল ৮ জন) বছরে ৬ লাখ ৫৪ হাজার ৫৪০ টাকা, নিম্ন মাধ্যমিক (জনবল ৫ জন) ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৮৬০ টাকা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (সরাসরি, জনবল ১৩) ১২ লাখ ৭৪ হাজার ১৬০ টাকা; দাখিল মাদ্রাসায় (১৭ জন) ১২ লাখ ৯১ হাজার ২৭ টাকা, আলিম মাদ্রাসায় (দাখিলসহ জনবল ২৩ জন) ২১ লাখ ১৯ হাজার, ফাজিল মাদ্রাসায় (দাখিল-আলিমসহ ২৭ জন) ২৫ লাখ, কামিল মাদ্রাসা (ফাজিল-কামিল, জনবল অতিরিক্ত ২ জন) খরচ বছরে বাড়তি (ফাজিল মাদ্রাসার তুলনায়) ২ লাখ ৭৩ হাজার, কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক ২৫ জন) ২৯ লাখ ৫১ হাজার, ডিগ্রি কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিকসহ জনবল বাড়তি ১৩ জন) খরচ বাড়তি ১৮ লাখ ৯৮ হাজার ২৭, এসএসসি ভোকেশনাল (১৬ জন) ১২ লাখ ১১ হাজার ৭৬০ জন, এইচএসসি বিএম (১৬ জন) বার্ষিক খরচ ১৪ লাখ ২৮ হাজার ৩৬০ টাকা লাগে।